কালের কণ্ঠ

তারিখ 28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ২ ৩ কলাম ২

কলেজ সভাপতি-অধ্যক্ষ দ্বন্দ্ব

করিমগঞ্জে অনিশ্চয়তায় শিক্ষার্থীরা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জের এক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন ওই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। এমনকি সভাপতির বিরুদ্ধে থানায় মামলা করার পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগও জানিয়েছেন তিনি। এ অবস্থায় কলেজের প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন অনিশ্চয়তায় পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, করিমগঞ্জের নিয়ামতপুরে ২০১৫ সালে হাজী আবদুল বারী মাস্টার মহাবিদ্যালয় গড়ে তোলেন হোসেনপুর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান। তিনিই এর সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হন জীববিদ্যার প্রভাষক আলফাজ উদ্দিন আহাম্মদ। ২০১৫ সালেই কলেজটি পাঠদানের অনুমোদন পায়।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আলফাজ উদ্দিন আহাম্মদ অভিযোগ করেন, যেকোনো নিয়োগের ক্ষেত্রে কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগ বোর্ডের সদস্য থাকেন। কিন্তু সভাপতি তাঁকে কিছু না জানিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে মোটা অঙ্কের বাণিজ্য করেছেন। ২০১৫ সালের ২৫ আগস্ট সাংগঠনিক কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও সভাপতি তাঁর হোসেনপুর কলেজের ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। ব্যক্তির নামে কলেজ করতে হলে নিকটস্থ তফসিলি ব্যাংকে ১৫ লাখ টাকা জমা রাখতে হয়। কিন্তু ব্যাংকে কোনো টাকা জমা রাখা হয়নি। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পদ লাভের জন্য প্রতি নামের জন্য ১০ লাখ টাকা ব্যাংকে রাখার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থও ব্যাংকে জমা না করে সভাপতি আত্মসাৎ করেছেন। নির্ধারিত নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ না নিলেও একজনকে ইংরেজি প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। হাই স্কুলের নিবন্ধনধারী এক ব্যক্তিকে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সভাপতি একক স্বাক্ষরে কলেজের এফডিআর হিসাব পরিচালনা করছেন।

এসব বিষয় উল্লেখ করে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আলফাজ উদ্দিন আহাম্মদ গত ১৯ ডিসেম্বর করিমগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি গত ১৮ ডিসেম্বর দুপুরে পিয়নের কাছ থেকে জোর করে চাবি নিয়ে ওয়াহিদুজ্জামান তাঁর কয়েক সহযোগীসহ অফিস কক্ষে ঢুকে আলমারি থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ১২ হাজার টাকা ও অধ্যক্ষের চেয়ার নিয়ে যান। এ ব্যাপারে ওয়াহিদুজ্জামানসহ সাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ থানায় মামলাও করেছেন। আগেও সভাপতির বিরুদ্ধে থানায় দুটি জিডি করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বাক্ষর জাল করে গত ১৫ নভেম্বর সভাপতি বরাবর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের পদত্যাগপত্র লেখা হয়েছে। এতে প্রশাসনিক জটিলতা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অসুবিধা দেখিয়ে সব একাডেমিক, প্রশাসনিক ও প্রভাষক পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা লেখা রয়েছে। পদত্যাগপত্রটি ১৪ ডিসেম্বর সভাপতি হিসেবে ওয়াহিদুজ্জামানের স্বাক্ষরে গৃহীত দেখানো হয়েছে। আলফাজ উদ্দিন জানিয়েছেন, তিনি পদত্যাগ করেননি। তাঁর স্বাক্ষর জাল করে সভাপতি নিজেই ওই কাজ করেছেন। এ ঘটনায় তিনি করিমগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

এদিকে ২০১৫ সালের ২৫ আগস্ট কলেজের সাংগঠনিক কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও নতুন কমিটি গঠনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। একপর্যায়ে গত ২৪ জুন সভাপতির দুর্নীতির প্রতিবাদে কলেজে একটি সমাবেশ হয়। সেখানে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হলে নতুন একজনকে সভাপতি করার প্রস্তাব এলে ওয়াহিদুজ্জামান নিজ স্বাক্ষরে প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু এখনো তিনি সভাপতি পরিচয়ে কাজ করছেন। অধ্যক্ষের চেয়ার সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, 'ওই অধ্যক্ষ আমার প্রতিষ্ঠা করা কলেজে বসে আমাকে গালাগাল করেন। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তাই ওই চেয়ারটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।' নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি মিথ্যা অভিযোগ। কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়ম প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, 'নতুন কলেজ করতে হলে অনেক কিছু বাস্তবে না থাকলেও কাগজপত্রে দেখাতে হয়। এটি সবাই জানে। আমি যা করেছি কলেজের স্বার্থে করেছি, এখানে আমার ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ ছিল না। আর শিক্ষা বাণিজ্য করে থাকলে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ করেছেন, আমি না।' বর্তমানে কলেজটিতে ২০০ শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে ৮৯ জন এবার এইচএসসি পরীক্ষার্থী। চলমান সংকটের কারণে কলেজের এসব শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তায় পড়ে যেতে পারে বলে অনেকেই মনে করছেন।

এ বিষয়ে করিমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আছমা আরা বেগম বলেন, বিষয়টি তদন্ত করে দেখতে উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।